কলকাতা হাইকোর্ট

দেওয়ানী পুনর্বিবেচনা বিচারক্ষেত্র

<u>আপীল বিভাগ</u>

বর্তমানঃ

সম্মানীয় ন্যায়বিচার অজয় কুমার মুখার্জি

এস. এ. ২০১৪-এর ১৩

শ্রী শ্রী ঈশ্বর সত্যনারায়ণজি এবং অন্যান্য দেবদেবী,

যার প্রতিনিধি হলেন শ্রী ললিত কুমার বাগলা এবং অন্যান্য

বনাম

পার্থ ব্রাদার্স ও অন্যান্য

আপিলকারীদের জন্য	:	শ্রী সাক্য সেন, সিনিয়র আইনজীবী.
		শ্রী অনিমেষ পাল
		শ্রী রমিজ মুনসি
উত্তরদাতাদের জন্য	:	শ্রী শ্রীজিব চক্রবর্তী
		শ্রী সুভাসিস চক্রবর্তী
		শ্রী সুষ্মিতা সিং
		শ্রী দীপ্তাংশু কাল
শুনেছেন	:	২০.০৯.২০২৩
রায়দান	:	১১.১০.২০২৩

<u>বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জি</u>

১। এই দ্বিতীয় আপিলটি ২০১৩ সালের ১৩২ মে তারিখের রায় এবং ডিক্রি-র বিরুদ্ধে করা হয়েছে, যা বিদ্বানদের দ্বারা পাস করা হয়েছিল। অতিরিক্ত জেলা জজ, ২য় কোর্ট, হাওড়া ২০০৫ সালের ১০ নং মালিকানা আপিলে। নীচের বিতর্কিত রায় দ্বারা বিদ্বান আদালত ১৯৮৯ সালের ২ নং মালিকানা মামলায় হাওড়ার আদালতের বিদ্বান ৫ম দেওয়ানি বিচারক (জুনিয়র বিভাগ) দ্বারা ৩১শে আগস্ট ২০০৪ তারিখের রায় এবং ডিক্রি বাতিল করে দেয় এবং এর ফলে প্রথম আপিল অনুমোদিত হয়।

২। তাৎক্ষণিক মামলার সংক্ষিপ্ত পটভূমি হল যে আবেদনকারী বাদী হিসাবে বিবাদীর বিরুদ্ধে ১৯৮৯ সালের ২ নং পূর্বোক্ত মালিকানা মামলা দায়ের করেন,

এখানে বিবাদী/উত্তরদাতা, ডিফল্ট এবং যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনের ভিত্তিতে 'খাস' দখলের উচ্ছেদ ও পুনরুদ্ধারের ডিক্রি চেয়েছেন। এখানে বিপরীত পক্ষ উপস্থিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাঙ্গণ ভাড়াটিয়া আইন ১৯৫৬-এর ১৭ (২) ধারার অধীনে আবেদন দায়ের করেছে এবং বলেছে যে ট্রায়াল জজ দ্বারা ভাড়াটিয়া/আসামীকে ১৯৯৪ সালের ৩০ শতাংশ এপ্রিলের মধ্যে আদালতে ১৭,০০০ টাকা জমা করার নির্দেশ দিয়ে আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল এবং তাকে মাসিক ভিত্তিতে বর্তমান ভাড়া জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এখানে বিপরীত পক্ষ উক্ত নির্দেশ মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে এবং যার জন্য বাদী/আপিলকারী এবং শুনানির পরে নীচের আদালত দ্বারা প্রতিরক্ষা বন্ধ করার জন্য একটি আবেদন নেওয়া হয়েছিল, এতে উত্তরদাতা/বিবাদীর প্রতিরক্ষা বন্ধ করতে পেরে খুশি হয়েছিল এবং তারপরে মামলাটি বর্ধিত শুনানির জন্য পোস্ট করা হয়েছিল। ২০০৪ সালের ৩১শে আগস্ট ট্রায়াল কোর্ট আপিলকারী/বাদীর পক্ষে একটি বর্ধিত ডিক্রি পাস করে।

৩। এই আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে উত্তরদাতা ২০০৫ সালের ১০ নং পূর্বোক্ত মালিকানা আপিলের পাশাপাশি সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ নং ধারার অধীনে আপিল দায়ের করতে বিলম্বের ক্ষমা চেয়ে আবেদন করেন। তবে প্রথম আপিল আদালত বিলম্বের ক্ষমা চেয়ে উক্ত আবেদনটি খারিজ করে দেয় এবং এর ফলে ২৫ আগস্ট, ২০১০ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে ২০০৫ সালের ১০ নং পূর্বোক্ত মালিকানা আপিল খারিজ করে দেয়। সংযুক্ত আবেদন সহ ২৫ আগস্ট, ২০১০ তারিখের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ২০১০ সালের এস. এ. টি. নং ৪৫০ নামে দ্বিতীয় আপিল দায়ের করা হয় এবং এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চ ২৫ আগস্ট, ২০১০ তারিখের আদেশটি বাতিল করে দেয় এবং এর মাধ্যমে মালিকানা আপিল নং পুনরুদ্ধার করে ২০০৫ এর ১০ এর মূল ফাইলটি দ্বারা ১৪ জুলাই ২০১১ তারিখের একটি আদেশ। তারপর প্রথম আপিল আদালত

২০০5 সালের ১০ নং পূর্বোক্ত শিরোনাম আপিল পক্ষগুলির উপস্থিতিতে শুনেছেন এবং বিতর্কিত আদেশ দ্বারা প্রথম আপিল আদালত, ১৯৮৯ সালের ২ নং শিরোনাম মামলায় গৃহীত পূর্বোক্ত উচ্ছেদের ডিক্রিটি নতুন করে শুনানির জন্য এই ভিত্তিতে বাতিল করে দেয় যে বিচার আদালত পরীক্ষার সাথে প্রধান প্রমাণ হিসাবে দাখিল করা নথিগুলিকে প্রদর্শনী চিহ্ন দিয়ে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেনি এবং এইভাবে ট্রায়াল কোর্টের প্রদর্শ হিসাবে চিহ্নিত নয় এমন নথির উপর নির্ভর করে অতিরিক্ত ডিক্রি পাস করা উচিত ছিল না সিভিল প্রসিডিউর কোডের অর্ডার XVIII রুল ৪ (১) উল্লেখ করে (এরপরে কোড হিসাবে পরিচিত) আদালত নীচের পর্যবেক্ষণ করেছে যে কেবলমাত্র বাদী কিছু নথি দাখিল করেছে, তাই এটি বলা যাবে না যে নথিটি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, যদি না নির্দিষ্ট আদেশ আদালত দ্বারা পাস করা হয়, আদেশ XVIII এর রুল ৪ (১) মেনে উক্ত নথিটিকে প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করে নীচের আদালত আরও বলেছে, যেহেতু ট্রায়াল কোর্ট প্রমাণ হিসাবে নথিগুলি গ্রহণ করে কোনও আদেশ দিয়ে কোডের অর্ডার XVIII রুল ৪ (১)-এর বিধান মেনে চলেনি, তাই ট্রায়াল কোর্ট সেই নথিগুলির উপর নির্ভর করে অতিরিক্ত আদেশ দিতে পারে না যা শুধুমাত্র প্রধান হলফনামা সহ দায়ের করা হয়েছিল কিন্তু আদালতের কোনও লিখিত আদেশ দ্বারা প্রদর্শিত চিহ্নিত করা হয়নি।

৪. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী শ্রী শাক্য সেন যুক্তি দেখান যে, নীচের আদালত উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ করার সময় সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে বাদী/আবেদনকারী তাদের সাক্ষ্যের সমর্থনে যে নথিগুলির উপর নির্ভর করেছিলেন সেগুলি ইতিমধ্যে শপথের হলফনামায় প্রধান হিসাবে প্রদর্শিত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। নিচের বিজ্ঞ আদালত একতরফাভাবে বিচারাধীন একটি মামলায় দলিলকে প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত করার বিষয়ে আইনের অবস্থান বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে, যেখানে দখল প্রদানের বিরুদ্ধে ভাড়াটে পক্ষের প্রতিরক্ষা বাতিল করা হয়েছে এবং মামলাটি একতরফা শুনানির জন্য পোস্ট করার সাথে সাথে আসামীর জেরা করার অধিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ট্রায়াল কোর্ট দালিলিক প্রমাণের সম্ভাব্য মূল্য বিবেচনা করে উচ্ছেদের ডিক্রি জারি করে। নিম্নোক্ত আদালত ২৩.০৪.২০০৪ তারিখে শ্রী ললিত কুমার বাগলা কর্তৃক শপথের মাধ্যমে দাখিল করা প্রধান সাক্ষ্যের সম্ভাব্য মূল্য বিবেচনা করেনি, যেখানে পদত্যাগের জন্য আইনগত নোটিশ প্রদানের পদ্ধতি স্পষ্টভাবে বাতিল এবং প্রমাণিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, উক্ত ট্রায়াল কোর্টের নিম্নোক্ত আদালতের পর্যবেক্ষণ কোডের আদেশ XVIII বিধি 4 (1) এর শর্তাবলী মেনে চলেনি, নথিটিকে প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কোনও আদেশ না দিয়ে, যা বিকৃত। নিম্নোক্ত আদালত প্রকৃতপক্ষে কোডের আদেশ XVIII বিধি 4 এর ভুল ব্যাখ্যা করেছে, পর্যবেক্ষণ করে যে বাদীর পক্ষ থেকে প্রধান শপথপত্র ট্রায়াল কোর্টের পর্যবেক্ষণ উপেক্ষা করে প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা হয়নি বা গ্রহণ করা হয়নি। বাদী যুক্তিসঙ্গত নথি এবং প্রমাণের মাধ্যমে তাদের মামলা সফলভাবে প্রমাণ করেছেন।

৫. শ্রী সেন আরও বলেন, যদিও বাদীপক্ষের নথি প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনও পদ্ধতিগত অনিয়ম/ত্রুটি রয়েছে, তবুও প্রথম আপিল আদালতে প্রথমবার তা নিয়ে আন্দোলন করা যাবে না। আবেদনকারী কঠোরভাবে যুক্তি দেখান যে পিডব্লিউ-১ দ্বারা ১৯৮৯ সালের ২ নং মালিকানা মামলায় উপস্থাপিত প্রমাণগুলি অপ্রতিরোধ্য এবং অনিয়ন্ত্রিত রয়ে গেছে এবং তাই নিচের আদালত মামলার রেকর্ড ছাড়া তৃতীয় মামলা তৈরি করে অন্য কোনও পর্যবেক্ষণে আসতে পারে না। অভিযুক্ত আদেশটি স্পষ্টভাবে বিচার বিভাগীয় মনের প্রয়োগ না করার চিত্র তুলে ধরে এবং নীচের আদালতের পর্যবেক্ষণ করা উচিত ছিল যে প্রযুক্তিগত বিষয়গুলি মূল আইনের বিধানকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। প্রথম আপিল আদালত একতরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিলের প্রকৃতি এবং সুযোগ বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী আপত্তিকর রায় বাতিলের জন্য প্রার্থনা করেছে।

৬। উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী জনাব শ্রীয়িব চক্রবর্তী জমা দেন যে, সেই নথিগুলিকে প্রমাণ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে নিছক নথি পেশ করা যথেষ্ট নয়, যদি না বাদী সেই নথিগুলি সঠিকভাবে প্রমাণ করে এবং বিচারে প্রদর্শন করে, তবে বিরোধী পক্ষ কার্যকর এবং/অথবা নথির বিষয়বস্তু স্বীকার করে। আদেশ XVIII বিধি ৪ (১) এটি স্পষ্ট করে দেয় যে পক্ষগুলির দ্বারা দাখিল করা এবং নির্ভর করা নথিগুলি, এই জাতীয় নথির প্রমাণ এবং গ্রহণযোগ্যতা, আদালতের আদেশের সাপেক্ষে হবে। এখানে বর্তমান প্রেক্ষাপটে ট্রায়াল কোর্ট উক্ত নথিগুলিকে প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করে কোনও আদেশ পাস করেনি, যার উপর নির্ভর করে এক্সপার্ট ডিক্রি পাস করা হয়েছিল।

৭. রমন লাল দেও চাঁদ শাহ বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং (২০১৩) ১৪ এস. সি. সি এস. ও-তে অন্য একটি প্রতিবেদনের রায়ের ১২ অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করে শ্রী চক্রবর্তী যুক্তি দেখান যে, যদিও নথিগুলি বাদী দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছিল, তবুও সেগুলি নথিগুলি স্বীকার করা হয়নি বা বিচারে যথাযথভাবে প্রমাণিত বা প্রদর্শিত হয়নি এবং এগুলি নিজেরাই প্রমাণ গঠন করতে পারে না, যদি না এই নথিগুলি আইনের কোনও বিধানের অধীনে নিজেরাই গ্রহণযোগ্য পাবলিক নথি হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রী চক্রবর্তী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার রায়ের উপর আরও নির্ভর করেছিলেন এবং অন্যটি বনাম এস. সি. সি এস. ও-তে রামপাল সিং বিসেন, (২০১০) ৪ এস. সি. সি ৪৯১-এ রিপোর্ট করেছিলেন এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে নথিগুলি যদি প্রমাণ আইনের অধীনে উপস্থাপিত এবং প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত না করা হয়, তবে আদালত এই জাতীয় নথির উপর নির্ভর করতে পারে না কারণ বিষয়বস্তু নথিগুলি কেবল আদালতের কাছে জমা দিয়ে প্রমাণ করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে উত্তরদাতার বিদ্বান কৌঁসুলি জ্ঞানদেবী এবং অন্যান্য বনাম শান্তি দেবী মামলার শীর্ষ আদালতের রায়ের উপর আরও নির্ভর করেছিলেন (২০১২) এস. সি. সি অনলাইন কলকাতা ১৩১৯৮-এ রিপোর্ট করা এবং রায়ের ২২ অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, বাদী পক্ষ থেকে সমস্ত ডকুমেন্টারি প্রমাণ মূলভাবে উপস্থাপন করা বাধ্যতামূলক এবং অপরিহার্য, যেখানে নথির অনুলিপিগুলি অভিযোগের সাথে দায়ের করা হয়। আদালত যে কোনও পর্যায়ে যে কোনও নথি প্রত্যাখ্যান করতে পারে যা কোডের অর্ডার XIII রুল ৩-এর অধীনে অপ্রাসঙ্গিক বা অন্যথায় অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয় প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করা নথির অনুমোদন কি বিচারকের সিলমোহর এবং প্রাথমিক নথির অধীনে করা হবে এবং যে নথিটি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি, তা একই উপস্থাপনকারী ব্যক্তির কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং অর্ডার XVIII রুল ৪ এর অধীনে, এটি আবশ্যক যে হলফনামা সহ পক্ষগুলির দ্বারা দাখিল করা এবং নির্ভর করা নথিগুলি প্রমাণ এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত আদালতের আদেশ সাপেক্ষে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি উত্তরদাতার পক্ষে বোম্বে হাইকোর্টের (২০১৪) এসসিসি অনলাইন বোম্বে ১২৪২ (কে. এম. এন্টারপ্রাইজ বনাম গারওয়্যার সিন্থেটিক্স লিমিটেড)-এ রিপোর্ট করা অন্য একটি রায়ের উপরও নির্ভর করেছিলেন এবং অন্যান্যরা) এবং রায়ের ২১ অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করে, যুক্তি দিয়েছিলেন, যদি নথিটি ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা প্রমাণিত বা প্রদর্শিত না হয় তবে সাধারণত এটি আপিল পর্যায়ে প্রমাণের মধ্যে পড়া যায় না। তদনুসারে উত্তরদাতার পক্ষে মিঃ চক্রবর্তী যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিতর্কিত রায়টি নিখুঁত এবং ছিল আইন অনুসারে পাস করা হয়েছে এবং এর জন্য হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না।

৮. এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা প্রণীত আইনের নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য প্রশ্নের উপর তাত্ক্ষণিক আপিলের শুনানি হয়, যখন ১০.১২.২০১৩ -এ আপিল করেঃ-

(i) প্রথম আপিল আদালতের বিদ্বান বিচারক এমন কোনও মামলা নিস্পত্তির পদ্ধতি সম্পর্কে আইনের অবস্থানকে উপেক্ষা করেছেন কি না যেখানে দখলদার/বিবাদীর দখল সরবরাহের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা আদেশ অমান্য করার জন্য বাতিল হয়ে যায় এবং মামলাটি একপক্ষীয় শুনানির জন্য সেট করা হয় এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ভুল হয় যে বিদ্বান বিচার আদালত সিভিল প্রসিডিউর কোডের ১৮ নং বিধি ৪-এর ভুল ধারণার উপর প্রদর্শনী চিহ্ন রেখে প্রধান পরীক্ষার সাথে দায়ের করা নথিগুলি গ্রহণ করেনি।

(ii) প্রথম আপিল আদালতের বিদ্বান বিচারক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সঠিক কি না যে ট্রায়াল কোর্ট প্রমাণ হিসাবে নথিগুলি গ্রহণ করে কোনও আদেশ দিয়ে কোড অফ উইল প্রসিডিউরের অর্ডার ১৮ রুল ৪ (১)-এর বিধান মেনে চলেনি।

সিদ্ধান্ত

৯. আরও বিশদে যাওয়ার আগে আমাকে সিভিল প্রোডিউস কোডের আদেশ XVIII বিধি ৪ (১) পুনরুত্পাদন করতে দিন।

"৪. প্রমাণের রেকর্ডিংঃ-

(i) প্রতিটি ক্ষেত্রে, একজন সাক্ষীর প্রধান পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলফনামায় থাকবে এবং যে পক্ষ তাকে প্রমাণের জন্য ডাকবে তার দ্বারা তার অনুলিপিগুলি বিপরীত পক্ষকে সরবরাহ করা হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে নথি দাখিল করা হয় এবং পক্ষগুলি নথির উপর নির্ভর করে, সেখানে হলফনামার সঙ্গে দাখিল করা নথির প্রমাণ এবং গ্রহণযোগ্যতা আদেশের সাপেক্ষে হবে আদালতের ।"

১০. বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি বিতর্কিত নয় যে বাদী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাওড়ার নোটারি দেবরারতা চক্রবর্তীর সামনে একটি হলফনামার আকারে নথি সহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা দায়ের করেছিলেন এবং হলফনামায় বাদী নথির প্রদর্শন সংখ্যা উল্লেখ করেছিলেন।

১১. আমির ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম শাপুরজি ডেটা প্রসেসিং লিমিটেড, (২০০৪) ১ এস. সি. সি ৭০২-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, যখন নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সেখানে উত্থাপিত অনুরূপ প্রশ্ন, শীর্ষ আদালত এর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হয়েছিল বম্বে হাইকোর্ট যে আপিলযোগ্য মামলাগুলিতে যদিও

একজন সাক্ষীর প্রধান পরীক্ষা হলফনামা আকারে উপস্থাপন করার অনুমতি রয়েছে, এই ধরনের হলফনামা প্রমাণের অংশ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না, যদি না এর প্রতিনিধি সাক্ষী বাক্সে প্রবেশ করে নিশ্চিত করে যে হলফনামার বিষয়বস্তু তার বক্তব্য অনুসারে এবং হলফনামাটি তার স্বাক্ষরের অধীনে রয়েছে এবং যেখানে নিয়ম ৫ এর অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে শপথের উপর বিবৃতি দেওয়া হবে। তবে উক্ত রায়ে এটিও বলা হয়েছিল যে প্রধান পরীক্ষার সময় কোনও পক্ষের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয় এমন কিছু মামলা থাকতে পারে যেখানে কোনও পক্ষ অন্য পক্ষের পক্ষ থেকে পরীক্ষা করা কোনও সাক্ষীকে জেরা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারে না, খোলা আদালতে এই ধরনের সাক্ষীকে পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে আদালতের সময় নষ্ট হবে না।

১২। আদেশ XVIII বিধি ৪ প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হল আদালতের সময় বাঁচানো এবং সাক্ষ্য দেওয়ার একমাত্র উপায় হল হলফনামা দাখিল করা। উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতিটি নিম্নরূপঃ

> *যেহেতু আদালত কর্তৃক মৌখিক সাক্ষ্য নথিভুক্ত করতে সর্বাধিক সময় লাগে যা মামলাগুলির নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটায়, তাই হলফনামার আকারে প্রতিটি সাক্ষীর প্রধান পরীক্ষা দায়ের করার বিধান করে এই ধরনের বিলম্ব হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সাক্ষীদের জেরা ও পুনরায় পরীক্ষার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে যে এটি আদালত কর্তৃক নিযুক্ত একজন কমিশনার দ্বারা রেকর্ড করা হবে এবং কমিশনার দ্বারা রেকর্ড করা প্রমাণগুলি শটের রেকর্ডের অংশ হয়ে উঠবে।*

১৩. পশ্চিমবঙ্গ প্রাঙ্গণ ভাড়াটে আইন ১৯৯৭-এর ১৭ (২) ধারা অমান্য করার জন্য তাৎক্ষণিক মামলায় দখল সরবরাহের বিরুদ্ধে বিবাদীর প্রতিরক্ষা বাতিল করা হয়েছিল এবং এই সিদ্ধান্তটি কার্যত হাইকোর্ট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। মামলাটি দীর্ঘ শুনানির জন্য পোস্ট করা হয়েছিল। প্রতিস্থাপিত বাদী নং ১, ললিত কুমার বাগলা নোটারি পাবলিকের সামনে ২৩.০৪.২০০৪-এ শপথপত্র দ্বারা সমর্থিত হলফনামা-ইন-চিফ দায়ের করেছিলেন ৩১শে আগস্ট ২০০৪-এ, উক্ত হলফনামার ভিত্তিতে ট্রায়াল কোর্ট

এবং বাদী কর্তৃক হলফনামায় নির্ভর করা এবং চিহ্নিত নথিগুলিও মামলাটির মেয়াদ বাড়ানোর নির্দেশ দেয়। তদনুসারে নীচের আদালতের আদেশ থেকে এটি স্পষ্ট যে যেহেতু মামলাটি দীর্ঘ শুনানির জন্য পোস্ট করা হয়েছিল, তাই নীচের আদালত সাক্ষীকে তার বক্তব্য অনুসারে হলফনামার বিষয়বস্তু নিশ্চিত করার জন্য বা হলফনামাটি তার স্বাক্ষরের অধীনে রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য সাক্ষী বাক্সে ডেকে আনার প্রয়োজন বোধ করতে পারে না যেহেতু মামলাটি দীর্ঘ শুনানির জন্য পোস্ট করা হয়েছিল, তাই কোনও চ্যালেঞ্জ ছিল না যে হলফনামায় প্রধানের স্বাক্ষর তাঁর স্বাক্ষর ছিল না, বা হলফনামায় দেওয়া কোনও বিবৃতি বা হলফনামার সাথে দায়ের করা কোনও নথিতে কোনও আপত্তি ছিল না।

১৪. উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রী চক্রবর্তী আইনের ১৮ নং আদেশের ৪ (১) নং বিধির বিধানে আইনসভা কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দগুলির উপর জোর দিয়েছিলেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, "হলফনামা সহ দাখিল করা নথিগুলির প্রমাণ ও গ্রহণযোগ্যতা আদালতের আদেশ সাপেক্ষে হবে", যার অর্থ হল নথিগুলিকে প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য আদালত কর্তৃক একটি লিখিত আদেশ পাস করা প্রয়োজন, যা বাদী কর্তৃক দাখিল করা হলফনামা-ইন-চিফ সহ বর্তমান মামলায় ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক কোনও আনুষ্ঠানিক লিখিত আদেশ জারি করা হয়নি যা ইঙ্গিত করে যে বাদী কর্তৃক দাখিল করা নথিগুলি হলফনামা-ইন-চিফ সহ আদালত কর্তৃক যথাযথ আদেশ দ্বারা উপস্থাপিত, গৃহীত এবং/অথবা প্রদর্শিত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

১৫. আমির ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেডের (সুপ্রা) বিষয়ে শীর্ষ আদালতের উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ পরবর্তীকালে রসিক লাল মানিক চাঁদ ধারিওয়াল এবং মামলায় একই শীর্ষ আদালতে বিবেচনার জন্য আসে আরেকটি বনাম এম. এস. এস খাদ্য পণ্য, (২০১২) ২ এস. সি. সি ১৯৬-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যেখানে

বিচারপতি ৭৭ এবং ৭৮ অনুচ্ছেদে হিসাবে পালন করতে পেরে খুশি হয়েছিল নিম্নরূপঃ-

৭৭.এই সবকিছুর জন্য, এটা বলা যায় না যে আমির ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড [(২০০৪) ১ এস. সি. সি. ৭০২/- এ, এটি একটি পরম নিয়ম হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে যে আপিলযোগ্য মামলাগুলিতে যদিও একজন সাক্ষীর প্রধান পরীক্ষা হলফনামার আকারে হাজির করা অনুমোদিত, তবে এই ধরনের হলফনামাগুলি প্রমাণের অংশ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না যতক্ষণ না সাক্ষী বাক্সে প্রবেশ করে নিশ্চিত করে যে হলফনামার বিষয়বস্তু তার বক্তব্য অনুসারে এবং হলফনামাটি তার স্বাক্ষরের অধীনে রয়েছে যেখানে কোনও সাক্ষীর পরীক্ষা-প্রধানকে হলফনামা আকারে উপস্থাপন করা হয়, সেখানে এই ধরনের হলফনামা সর্বদা শপথ কমিশনার বা নোটারি বা বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা বা শপথ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত অন্য কোনও ব্যক্তির সামনে শপথ করা হয়।

৭৮। আমাদের দৃষ্টিতে, আদেশ ১৮ বিধি ৫-এ কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই যে আপিলযোগ্য মামলাগুলিতে সাক্ষীকে অবশ্যই তার হলফনামা পেশ করার জন্য সাক্ষী বাক্সে প্রবেশ করতে হবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে হলফনামাটি প্রমাণ করতে হবে। যেহেতু এই ধরনের সাক্ষীকে তার জেরা বাক্সে প্রবেশ করতে হবে এবং যদি প্রয়োজন হয়, পুনরায় পরীক্ষা করতে হবে। যেহেতু একজন সাক্ষী যিনি হলফনামার আকারে তার প্রধান পরীক্ষা দিয়েছেন তাকে সাক্ষী বাক্সে জেরা করার জন্য নিজেকে উপলব্ধ করতে হবে, যদি না বিবাদী তাকে জেরা করার অধিকার বন্ধ করে দেয়, তবে এই ধরনের প্রমাণ (প্রধান পরীক্ষা) আইনি প্রমাণ হওয়া বন্ধ করে দেয় না।

১৬। এর আগে সুদির ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি বনাম নিটকো রোডওয়েজ লিমিটেড (১৯৯৫ এস. সি. সি অনলাইন ডেল ২৫১)-এ জে, তাঁর লর্ডশিপ হিসাবে তখন এই অবস্থানটি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে কেন নথিগুলিকে প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যদিও এই ধরনের চিহ্নিতকরণের সম্ভাব্য মানের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই নথির এটি ১৫ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ ছিলঃ-

"১৫. বর্ণমালা ব্যবহার করে বা সংখ্যা ব্যবহার করে যে কোনও উপায়ে কোনও নথিকে প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা কেবল সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে। নথিটি পড়ার সময় পক্ষগুলি এবং আদালতকে জানতে হবে যে সাক্ষীর সামনে যে নথিটি জবানবন্দি দেওয়ার সময় সেটি কোনটি ছিল। সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে অনুপস্থিতি বা অনুমোদন দেওয়া যত তাড়াতাড়ি কোনও নথি কোনও সাক্ষীর সামনে রাখা হয় তত তাড়াতাড়ি গুরুতর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে কারণ একজনকে অনুমান করতে বা বিস্মিত হতে ছেড়ে দেওয়া হবে যখন সাক্ষী যে নথির কথা উল্লেখ করছিলেন সেটিই ছিল প্রমাণ নথিটি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোনও প্রদর্শনী সংখ্যার চিহ্নিতকরণ স্থগিত করা যাবে না; অথবা নথিটি কেবল প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার কারণে প্রমাণিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যাবে না।

১৭. এই প্রেক্ষাপটে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেখানে বিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বাদী আদালতের মূল্যবান সময় বাঁচানোর জন্য নোটারির সামনে শপথপত্র আকারে নথিপত্র সহ প্রধান শপথপত্র উপস্থাপন করেছেন, সাক্ষীর বিষয়বস্তু বা সাক্ষীর স্বাক্ষরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে সাক্ষীকে সাক্ষী বাক্সে ডাকার পরিবর্তে, নথি সহ প্রমাণের সম্ভাব্য মূল্য বিচার করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত মামলার রায় দিয়েছেন, আমি এই ধরনের একতরফা ডিক্রিতে হস্তক্ষেপ করার কোনও ভুল খুঁজে পাচ্ছি না।

নীচের আদালত এই পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না যে যেহেতু ট্রায়াল কোর্ট অর্ডার XVIII, রুল ৪ (১) মেনে চলেনি, তাই আদালত কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে সেই নথিগুলি চিহ্নিত করার জন্য মামলাটি রিমান্ডে নেওয়া প্রয়োজন এটা বোঝা যায় না যে, শুধুমাত্র সাক্ষীকে সাক্ষী বাক্সে প্রবেশ করতে বলার জন্য ট্রায়াল কোর্টের সামনে মামলাটি রিমান্ডে নেওয়ার ফলে কী ফলপ্রসূ উদ্দেশ্য পূরণ হবে, যাতে বলা যায় যে, হলফনামার বিষয়বস্তু তাঁর বক্তব্য অনুসারে বা হলফনামায় প্রধান স্বাক্ষর তাঁর স্বাক্ষর বা তাঁর দায়ের করা নথিগুলি খাঁটি এবং আবেদন অনুসারে, যখন মামলাটি দীর্ঘ শুনানির জন্য পোস্ট করা হয় এবং বাদী সাক্ষীকে জেরা করার বিবাদীর অধিকার বন্ধ হয়ে যায় এবং যখন ট্রায়াল কোর্ট নথির সম্ভাব্য মূল্য নিয়ে সন্তুষ্ট হয়।

১৮. নীচের আদালতের মনে রাখা উচিত ছিল যে বিচার বিভাগকে সম্মান করা হয় অবিচারকে বৈধ করার ক্ষমতার কারণে নয়, বরং ন্যায়বিচার করতে সক্ষম হওয়ার কারণে এবং এটি করা প্রত্যাশিত। প্রকৃতপক্ষে রিমান্ডের জন্য নীচের আদালতের আদেশটি উপরে বর্ণিত কোডে অর্ডার XVIII রুল ৪ গঠনের উদ্দেশ্যকেই হতাশ করেছে যেখানে প্রমাণের সম্ভাব্য মূল্য (মৌখিক বা ডকুমেন্টারি) কখনও চ্যালেঞ্জের অধীনে ছিল না শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে রিমান্ডের আদেশ দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা নেই।

১৯. এই প্রসঙ্গে রিমান্ডের আদেশের প্রাসঙ্গিক অংশটি দ্বারা পাস করা হয়েছে নীচের কোর্টটি উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে যা নিম্নরূপ চলেঃ-

> *"যে কোনও খরচ ছাড়াই প্রতিযোগিতায় আপিল করা যেতে পারে এবং একই অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৮৯ সালের টাইটেল স্যুট নং ৩০২-এ পাস করা ৩১.০৮.২০০৪ তারিখের একপক্ষীয় আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে। ফলস্বরূপ মামলাটি তার মূল ফাইল এবং নম্বরে পুনরুদ্ধার করা হবে।"*

২০. এটা বলার প্রয়োজন নেই যে, ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি বাতিল করে রিমান্ডের আদেশের কোনও অর্থ নেই। রিমান্ডের আদেশ পাস করার আগে আপিল আদালতকে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে হবে যে মামলার যথাযথ বিচারের জন্য রিমান্ড আহ্বান করা হয়েছে এবং পুনরায় বিচারের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করতে হবে। এখানে অভিযুক্ত আদেশ থেকে আমি এমন কোনও পর্যবেক্ষণ খুঁজে পাই না যে বিরোধের যথাযথ বিচারের জন্য বর্তমান মামলায় পুনরায় বিচার করা আবশ্যক। রিমান্ডের আদেশ কেবলমাত্র নীচের আদালতের মতামত ছিল যে প্রমাণ হিসাবে নথিগুলি গ্রহণ না করে মামলাটি বর্ধিত ঘোষণা করা হয়েছিল এমনকি মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় প্রমাণ হিসাবে নথি স্বীকার করার ক্ষেত্রে কিছু অনিয়ম থাকলেও মামলাটি রিমান্ডে নেওয়া একটি ফাঁকা আনুষ্ঠানিকতা হবে এবং এর ফলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে আরও এক দফা মামলা শুরু হবে। যেহেতু রিমান্ডে নেওয়ার আদেশটি এই সিদ্ধান্তটি রেকর্ড না করেই পাস করা হয়েছে যে নথিতে থাকা প্রমাণ বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য অপর্যাপ্ত, তাই আমার মতে, মামলাটি রিমান্ডে নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

২১. ২০১৩ সালের ১৪ নং এস. সি. সি ৫০-এ আবেদনকারীর দ্বারা উদ্ধৃত মামলা আইনটি মামলার বর্তমান তথ্য এবং পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নয় কারণ বাদী কর্তৃক নির্ভর করা নথির সম্ভাব্য মূল্য চ্যালেঞ্জের অধীনে ছিল না কারণ বিবাদী/ভাড়াটিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একইভাবে আপিলকারী কর্তৃক রিপোর্ট করা মামলা আইনটি (২০১৪) এস. সি. সি অনলাইন বম ১২৪২ প্রযোজ্য নয় যা বলে যে নিছক

নথির প্রদর্শনী নথির বিষয়বস্তু প্রমাণ করতে পারে না। উক্ত প্রস্তাবের উপরে কোনও বিতর্ক নেই। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাদী যে নথিগুলি প্রমাণ করেছেন এবং শপথের ভিত্তিতে দাখিল করা হলফনামা সহ যে নথিগুলি প্রমাণিত হয়েছে সেগুলি ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা নির্ভর করা হয়েছিল এবং তাই নিছক প্রদর্শনীর মাধ্যমে নথি প্রমাণ করার প্রশ্নই ওঠে না। মায়া ম্যাথিউ বনাম মামলায় শীর্ষ আদালতও একই দৃষ্টিভঙ্গি ফিরিয়ে নিয়েছে কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্যরা (২০১০) ৪ এস. সি. সি. ৪৯৮-এ রিপোর্ট করেছে যে, প্রমাণ হিসাবে একটি নথির দ্বারা নিছক স্বীকৃতি প্রমাণের সমান নয় এবং কোনও নথিতে প্রদর্শনের চিহ্নিতকরণ তার প্রমাণের সাথে বিতরণ করে না যা আইন অনুসারে করা প্রয়োজন। এটি আইনের বিষয়ও নয় বা বর্তমান প্রেক্ষাপটে সত্যের বিষয়ও নয়। (২০১২) এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ১৩১৯৮-এ বর্ণিত উত্তরদাতার দ্বারা উল্লিখিত রায় নথির প্রমাণ এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কেও কথা বলে যা কোডের অর্ডার XVIII রুল ৪ (১)-এ বর্ণিত হয়েছে যা তাত্ক্ষণিক আবেদনে নেওয়া কোনও সমস্যা ছিল না।

২২. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৪ সালের ১৩ নং ধারার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। হাওড়ার ২৪ নং আদালতের অতিরিক্ত জেলা জজ কর্তৃক ২০০5 সালের ১০ নং শিরোনাম আপিলে ১৩ মে ২০১৩ তারিখে নিম্নোক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বিচার আদালত কর্তৃক ১৯৮৯ সালের ২ নং শিরোনাম মামলায় সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) ৫ নং ২ আদালত হাওড়া কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি এখানে নিশ্চিত করা হয়েছে।

২৩. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি এর জন্য আবেদন করা হয়, তাহলে হবে সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হয়।

(বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জি)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly